ভালবাসা নবায়ন!

জসিম মলিক

১.

যে কোনো টেবিল টকে বা ফোনালাপে আমি খুবই অপাদার্থ মানুষ। ঠিক যুৎসই মতো আমার কথা আসে না। অথচ আমার বন্ধুদের দেখি অবিরাম কথা বলছে। চায়ের আড্ডায় বা ফোনে তাদের কথার তোড়ে তুফান উঠে। কেউ কেউ আছে শুধু নিজের কথা বলতে ভালবাসে। অন্যেরও যে কথা থাকতে পারে তা মানতেই চায় না। আমার এক বন্ধু আছে সারাক্ষন নিজের কথা বলতে বলতে ঘেমে যায়, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গ্যাজলা বের হয়ে যায়। তার আশে পাশে যে আরো মানুষ আছে বা তাদেরও যে কিছু বলার থাকতে পারে সেটা খেয়ালই করে না। আমি একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি সবসময় নিজের কথাই বলো, অন্যেকে বলার সুযোগই দাওনা। এসবের মানে কি! সে উত্তরে বলল, আজকাল যুগটাই হচ্ছে নিজের ঢাক নিজে পেটোনোর। আমার কথা কী তুমি বলবা? আমরা কেউ কারো কথা বলি না। সুতরাং নিজের কথা নিজেকেই বলতে হবে!

আমি বললাম, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু তুমি নিজেকে যেভাবে উপস্থাপন করছো তুমি তো আসলে তা না। তুমি নিজের কথা এত বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলো কেনো! সে উত্তরে বলল, বলবো না কোনো! দেখো তোমার এইসব সত্যবাদিতার দিন শেষ। তোমার কিছু হবে না। একটা মিথ্যা দশবার বললে সেটা সত্যি হয়ে যায় জানো তো! আমি তার ফলও পাচ্ছি! দেশে আমাকে কে চিনত! কিন্তু এখানে আমাকে সবাই চেনে। পত্রিকায় ছবি ছাপা হয়, টেলিভিশনে আমাকে দেখানো হয়। আমি সবকিছুতে আছি। সব কিছুতে আমাকে লাগানো যায়। কেউ না ডাকলেও আমি হাজির থাকি। আমি আমার বন্ধুর কথা শুনে অভিভূত! তাইতো! আমি কোনো তার মতো হতে পারলাম না!

২.

কোথায় যেনো পড়েছিলাম, ’কথারও একটা ক্রম আছে, আগু-পিছু আছে, সিচুয়েশন আছে, কথাটা অনিবার্য কিনা, কখন সেটা সবচেয়ে বেশি অভিঘাত সৃষ্টি করবে বা অমোঘ হয়ে দাঁড়াবে তারও একটা বিচার আছে। আমরা বেশিরভাগই ভেবে চিন্তে কথা বলি না বলে কথা শস্তা হয়ে যায়, কথার ইনফ্লেশন এমন জায়গায় পৌঁছে যায় যে তার ক্রয়যোগ্যতা যায় কমে’। আমি কথা বিরোধী নই। আমি শুধু বাক্যকে ঠিকমতো ও যথযথভাবে ব্যবহারের কায়দাটা খেয়াল করি। সূত্রটা আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। এজন্যই সূত্র সন্ধানে ঘুরে ঘুরে নানা ঘটনা, বিবাদ বিসংবাদ, তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া যেখানে যা দেখি সব মন দিয়ে শুনি এবং অনুধাবন করার চেষ্টা করি। তারা বাক্যকে, ভাষাকে, শব্দকে কত

ভাবে, কোন অনুষঙ্গে কতখানি ওজন দিয়ে বলছে। তাই যে কোনো আড্ডায় আমি অনুলেখযোগ্য থাকতে চেষ্টা করি।

কথারও নাকি একটা দৃশ্যমানতা আছে। যখন কেউ কিছু বলে সেটার বিবরন শুনে দৃশ্যটা যদি চোখের সামনে সত্য হয়ে উঠে, বা কেউ রিঅ্যাক্ট করে তাহলে বোঝা যাবে যে কথাটার জোর আছে। আছে দৃশ্যমানতা। আবার বিপরীতটাও আছে। যেমন দুই গলাগলি বন্ধু একজন আর একজনকে শুয়োরের বাচ্চা বলে আদর করছে। এটা অপমান করার জন্য বলা হয় আবার আদর করেও বলে। ফলে শব্দটাই গোলমেলে হয়ে যায়। ডেবিটের ঘরেও বসছে, ক্রেডিটের ঘরেও বসছে, ফলে তার মূল্যমান নেমে শূন্যে গিয়ে ঠেকছে।

৩.

কানাডায় যখন আসলাম তখন প্রায়ই শুনতাম এসব দেশে কমিউনিকেশনই নাকি আসল। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে কমিউনিকেশন একটা মহা যন্ত্রনাদায়ক ব্যপার। এজন্য আমাকে অনেক জ্বালাতন সহ্য করতে হয়েছে। আসলে আমার কমিউনিকেশনটা ছিল ভুল। তাই আমি আত্মরক্ষার্থে প্রাচীন দুর্গের মতো নিজের চারিদিকে একটা পরিখা খনন করে আছি। আমার মুশকিল হলো, কেউ আমার পরিখা ডিঙিয়ে এলে আমার কোনও সেকেন্ড লাইন অব ডিফেন্স নেই। দুর্গাধিপতির যেমন সৈন্যসামন্ত থাকে, তির- ধনুক-কামান-বন্দুক থাকে, অর্থাৎ সে প্রতিরোধ এবং প্রতি-আক্রমনও করতে পারে। আমি ওসবে নেই।

এই যে বস্তুময় পৃথিবী, এই যে বাস্তবতা, ফলিত ব্যক্ত জগৎ, এই যে আকাশ, মাটি, আলো, অন্ধকার, এসব ততক্ষই সত্য যতক্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়াদি তাদের অনুভব করছে। আর এই ইন্দ্রিয়াদি ততক্ষই কার্যক্ষম যতক্ষণ আমাদের অস্তিত্বে অবস্থান করছে ওই প্রাণ নামক রহস্যময় একটি জিনিস! ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, দেখা যায় না, তবু আছে। ছাদের কার্নিশের দুটো দিকই বিপজ্জনক নয়। জীবন ওরকমই, বিপদ-আপদ থাকে, আবার নিরাপত্তাও থাকে। আমার কাছে ফ্রিডম মানে স্বাধীনতা নয়, ফ্রিডম মানে মুক্তি। ভয়ের হাত থেকে মুক্তি, জরাগ্রস্ততার হাত থেকে মুক্তি। কিন্তু আমাদের জানা নেই সে কোথায় আছে। তবে এটা ঠিক যে ভালবাসা জিনিসটার যদি নবিকরন হয় তাহলে পৃথিবী একদিন পাল্টে যাবে।

jasim.mallik@gmail.com

Toronto